আমাদের সময়

তারিখ ... 01 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা-১২১২

www.dghs.gov.bd

স্মারক নংঃ-স্বাঃ অধিঃ/চিঃশিঃ/ভর্তি/এমবিবিএস ও বিডিএস/২০১৫-২০১৬/৪৪৮ তারিখ : ৩০/০৯/২০১৫ ইং

২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য।

এবার (২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে) এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ৯৮.৭৯% ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট জিপিএ নাম্বার ৯:৫-এর উপরে রয়েছে।

অতি সম্প্রতি এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কতিপয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত সংবাদ অধিদপ্তরের গোচরীভূত হয়েছে। ইতিমধ্যে অধিদপ্তর পত্রিকান্তরে তার বক্তব্য প্রকাশ করেছে। তথাপি যেহেতু MBBS/BDS ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবটি কিছু স্বার্থন্বেষী চক্রের প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মনে বিভ্রান্তী সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে সেইহেতু এ বিষয়ে অধিদপ্তরের বক্তব্য আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়নের পক্ষ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানাতে চায় যে শতভাগ সততা ও স্বচ্ছতার সাথে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে MBBS ও BDS ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরবর্তীতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে সকল অভিযোগ বিভিন্ন মহল কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে তা মোটেও সঠিক নয়। গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখ মঙ্গলবার, ১৭/০৯/২০১৫ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার এবং ২২/০৯/২০১৫ ইং তারিখ মঙ্গলবার RAB কর্তৃক MBBS ও BDS ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জালিয়াতি ও প্রতারণার সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃত ০৩টি চক্রের কারো কাছে MBBS ও BDS ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নপত্র পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রলোভন প্রদানকারী সংঘবদ্ধ চক্রকে RAB কর্তৃক গ্রেপ্তারের সংবাদ ইতিমধ্যে দেশবাসী অবগত হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন মহল কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের কোন অভিযোগ উত্থাপন হয় নাই। এমনকি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় যখন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্য ও অভিভাকদের সাথে কথা বলেন তখনও কেউ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে কোন অভিযোগ তোলেন নাই। অধিকন্তু সারা দেশের ২৩টি ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শকদের কাছেও কেউ প্রশ্ন ফাঁসের কোন প্রকার অভিযোগ করেন নাই। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপন ও ভর্তি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে দাখিলকৃত রিট আবেদনটি মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ ও পরবর্তীতে আপিল বিভাগ কর্তৃক উক্ত খারিজ আদেশ বহাল রাখার মাধ্যমে এই বিষয়টি ইতিমধ্যে মীমাংসিত।

ভর্তি পরীক্ষা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করার সকল ধরনের সতর্কতা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল।

MBBS ও BDS ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ সালে সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তিযোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা- ৩৬৯৪, কোটায় ভর্তিযোগ্য সংখ্যা ১১১ (পার্বত্য জেলাসমূহ- উপজাতি ও অ-উপজাতি, উপজাতি– অন্যান্য জেলা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য), মেধা ও জেলা কোটা- ৩৫৮৩ জন। ৩৫৮৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা সর্বোচ্চ জিপিএ নম্বর ১০.০০ পেয়েছে তাদের মধ্যেই ৩০৭৩ (৮৫.৭৬%) জন এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ৯.৫ থেকে ১০.০০ এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৬৭ (১৩.০৩%) জন, ৯.৪ থেকে ৯.৫ এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১ (০.৫৯%) জন, ৯.৩ থেকে ৯.৪ এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০ (০.২৮%) জন, ৯.২ থেকে ৯.৩ এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭ (০.১৯%) জন এবং ৯.০৮ থেকে ৯.২ এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫ (০.১৩%) জন।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোটা ব্যতীত কোন ছাত্র/ছাত্রী জিপিএ মোট নম্বর ৯.০৮ এর কমে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যায় জিপিএ মোট নম্বর ৯.৫ বা তার বেশি পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং সুবিধা নিয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, এই অভিযোগ সঠিক নয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ২৩টি কেন্দ্রের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত কলেজে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে। রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রামে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে অভিযোগ উত্তাপিত হলেও উল্লেখিত ৪টি কেন্দ্র থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য নির্বাচিত হতে পারেনি। একই অবস্থা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে নির্বাচিত পরীক্ষার্থীর বেলায়ও পরিলক্ষিত হয়। ২৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রের সবকয়টি থেকেই কমবেশী পরীক্ষার্থী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এ ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সুতরাং অধিদপ্তর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দেশবাসীকে জানাতে চায় যে, প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি নিতান্তই গুজব ও ভিত্তিহীন। অত্র অধিদপ্তর আশ্বস্থ করতে চায় যে, MBBS/BDS ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রক্ষা করে প্রথাগত ঐতিহ্যের সাথে প্রতিবছর সম্পন্ন করা হয়।

পরিচালক
চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
ফোন : ৮৮২৫৪০০, ফ্যাক্স : ৯৮৮৬৬১২
Email : abmhannan@gmail.com

জি-২৩৭৩/১০/১৫ (১২"x৪)